রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, কর্মঘণ্টা, মজুরি, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের দাবি

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ মে ঢাকায় র‍্যালি

৩০ মার্চ '১৮ রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ইমাম হোসেন খোকন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি শ্রমিকনেতা জাহেদুল হক মিলু, সহসভাপতি আবদুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক নঈমুল আহসান জুয়েল, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর সদস্যসচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক জোট-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ঢাকা নগরের সভাপতি জুলফিকার আলী, রি-রোলিং শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপুব। সমাবেশ পরিচালনা করেন রি-রোলিং শ্রমিক ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক এস. এম. কাদির।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম খাত হলো রি-রোলিং স্টিল মিল-এর কাজ। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশে লোহাকে ১৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে গলিয়ে রড, এঙ্গেলবার, জেডবারসহ লৌহসামগ্রী তৈরি করে। উত্তপ্ত লোহা নাড়াচাড়া করার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু, পঙ্গুত্ব বরণ করে। এমন কোন শ্রমিক পাওয়া যাবে না, যে কোন না কোন সময়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়নি। মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ডে যে কাজে ঝুঁকি বেশি সে কাজে মজুরি বেশি। কিন্তু রি-রোলিং স্টিল মিল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এসত্য কাজ করছে না। তা ছাড়া শ্রমিকরা তাদের অন্যান্য ন্যায্য অধিকারও পায় না। নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, কর্মঘণ্টা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, আবাসন, চিকিৎসা কিছু-ই নেই। মালিকরা শ্রম আইন, গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান, আইএলও কনভেনশন, মানবাধিকারের ঘোষণা কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করছে না। প্রায় দাসব্যবস্থার অনুরূপ এই খাত পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, কলকারখানা পরিদর্শকরাও শ্রমিক অধিকারের বিষয়গুলো যথাযথভাবে দেখভাল করছে না। যে কারণে শ্রমিকের কোন অধিকারই রক্ষা পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি কোনভাবেই মানা যায় না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, মালিক-সরকার কখনও শ্রমিকের অধিকার আপনি থেকে দেয়নি। লড়াই করে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে অধিকার আদায় করে নিতে হয়েছে। ন্যায্য মজুরি এবং অন্যায়ভাবে লে-অফে'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে জীবন দিয়েছে আমাদের সংগঠনের শ্রমিক নেতা সুজল-বাচ্চু। সেই জীবনদানের মধ্যদিয়ে কিছুটা অধিকার আদায় হয়েছে। ফলে এই সময় উত্থাপিত দাবিসমূহ আন্দোলনের মধ্যদিয়েই আদায় করতে হবে। এর বাইরে অন্য কোন পথ শ্রমিকের জন্য খোলা নেই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি আদায়ে নীতিনিষ্ঠ সংগঠিতশক্তি শ্রমিকের প্রধান হাতিয়ার। এর প্রতি অবিচল থেকে যে কোন প্রকার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে, শ্রমিকের সংঘশক্তি মজবুত করে শক্তিশালী আন্দোলনের মধ্যমে অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট পঞ্চবটি আঞ্চলিক শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট পঞ্চবটি আঞ্চলিক শাখার দ্বিতীয় কাউন্সিল ৩ মার্চ '১৮ সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চবটি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মো. হানিফের সভাপতিত্বে কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপুব, শ্রমিকনেতা সেলিম মাহমুদ, জামাল হোসেন, এস.এম. কাদির, নান্নু মিয়া, আমিনুল ইসলাম, বাদশা মিয়া, তোফাজ্জল হোসেন, সাগর, দেলোয়ার হোসেন।

রি-রোলিং মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট শ্যামপুর-কদমতলী শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

রি-রোলিং মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট শ্যামপুর-কদমতলী আঞ্চলিক শাখার কাউন্সিল ২৪ মার্চ শ্যামপুরস্থ অনুষ্ঠিত হয়। আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা আবু নাঈম খান বিপুব, বাসদনেতা জাকির হোসেন ও এসএম কাদির। কাউন্সিলে আফজাল হোসেনকে সভাপতি ও মনির হোসেন মলিকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট শ্যামপুর-কদমতলী আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।